বাদ পড়া ৪৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
১২ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

জাতীয়করণে তৃতীয় ধাপে বাদ পড়া তিন পার্বত্য জেলা ও সিটমহলসহ সাড়ে ৪ হাজারের বেশি যোগ্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার প্রেসক্লাবের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচিতে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা এ দাবি জানান।

UNIBOTS

-10:32

বক্তারা বলেন, সাবেক সচিব মো. আকরাম আল হোসেন ২০২০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। যাতে উল্লেখ ছিলÑ আর কোনো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আপাতত সুযোগ নেই। সেই বিজ্ঞপ্তি অবৈধ ও বাতিলের দাবি জানাই। অবিলম্বে ওই সব বিদ্যালয় জাতীয়করণ করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে আমরা প্রধান উপদেষ্টা ও প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রত্যাশা করি, শিগগিরই দাবি মেনে আমাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেবেন। আমরা এক যুগেরও বেশি বিনা বেতনে সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি।

শিক্ষক নেতারা বলেন, তৎকালীন ফ্যাস্টিস সরকার ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি সারাদেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা করে। কিন্তু সমপর্যায়যোগ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক কারণে তিন পার্বত্য জেলা ও ছিটমহলসহ ৪ হাজারের বেশি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত হয়।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহাসচিব মো. ফিরোজ উদ্দিন, শিক্ষক নেতা মামুনুর রশিদ খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী লিটন, প্রচার সম্পাদক নাসির উদ্দিন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক তামান্না ইয়াসমিন, শিক্ষক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন, খায়রুল ইসলাম, জুয়েল, নিজাম ও বুলবুল প্রমুখ।